উম্মে কুলসুম (সা.আ.)-এর বিয়ে

এইচ.এইচ.এস. আসিফ আলী ইমামি

maqtabethaqalayn.com

উম্মে কুলসুম (সা.আ.)- এর বিয়ে

লেখকঃ

এইচ.এইচ.এস. আসিফ আলী ইমামি

প্রকাশকঃ মাক্তাব এ সাকালাইন

আমিন এ মাক্তাব এ সাকালাইন

এইচ.এইচ.এস. আসিফ আলী ইমামি

maqtabethaqalayn.com

আমদের ডিজিটাল প্লাটফর্ম

WhatsApp 01924892101

WEBSITE maqtabethaqalayn.com

FOLLOW US Maqtab e Thaqalayn

YouTube Maqtab e Thaqalayn

maqthabthaqalayn@gmail.com

Rangpur, Bangladesh.

CONTACT NOW

COPYRIGHT

মাকতাবে সাকালাইন
মিশন ১৪৫০ হিজরী

বাংলাদেশে আহলেবাইতের অনুসারিদের একটি স্বনির্ভর, জ্ঞানভিত্তিক, বিদআত-মুক্ত টেকসই অনুসারি গড়ে তোলা; যা কুরআন ও আহলেবাইত (আ.)-এর বিশুদ্ধ শিক্ষার আলোকে নিজস্ব সত্তা সংরক্ষণ করে জাতীয় ও মানবকল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

আমাদের লক্ষ্য: ১৪৫০ হিজরী সালের মধ্যে সাকালাইনের অনুসারিদের জন্য, প্রামাণ্য ও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরযোগ্য স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপন করা।

📜 আমাদের লক্ষঃ মূল স্তম্ভসমূহ

১. জ্ঞান, গবেষণা ও প্রকাশনা

- **মূলগ্রন্থের অনুবাদ:** বিশুদ্ধ মানহাজ অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থসমূহ (কুতুবে আরবা সহ) সাবলীল বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ।
- **অনুবাদ ব্যুরো:** আরবি ও ফারসি ভাষা থেকে ক্লাসিক্যাল ইসলামিক পাণ্ডুলিপি বাংলায় স্থানান্তরের জন্য একটি স্থায়ী অনুবাদ ব্যুরো স্থাপন।

- **গবেষণা লাইব্রেরি:** গবেষক ও সাধারণ পাঠকদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল ও ফিজিক্যাল আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা।
- **ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম:** ইবুক, অডিও বুক, লেকচার ও প্রামাণ্য নিবন্ধ সহজলভ্য করতে আধুনিক অ্যাপস ও ওয়েবসাইট পরিচালনা।
- **তাহকীক সেল:** জাল/ভিত্তিহীন বর্ণনা চিহ্নিতকরণ এবং ইসলামি সাহিত্যে প্রবেশ করা বিদআতের বৈজ্ঞানিক ও দলিলভিত্তিক জবাব প্রদান।

২. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

- গবেষণা লাইব্রেরি: গবেষক ও সাধারণ পাঠকদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল ও ফিজিক্যাল আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা।
- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম: ইবুক, অডিও বুক, লেকচার ও প্রামাণ্য নিবন্ধ সহজলভ্য করতে আধুনিক অ্যাপস ও ওয়েবসাইট পরিচালনা।
- তাহকীক সেল: জাল/ভিত্তিহীন বর্ণনা চিহ্নিতকরণ এবং ইসলামি সাহিত্যে প্রবেশ করা বিদআতের বৈজ্ঞানিক ও দলিলভিত্তিক জবাব প্রদান।

৩. অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

- **কারজে হাসানা:** সুদ মুক্ত ও কল্যাণমুখী অর্থায়ন ব্যবস্থার বিকাশ।
- **ওয়াকফ তহবিল:** টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির জন্য সুসংগঠিত ওয়াকফ ও এন্ডাউমেন্ট পরিচালনা।
- **দক্ষতা উন্নয়ন:** তরুণদের জন্য কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন।
- **স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা:** শরীয়তসম্মত আর্থিক অবদান (খুমস/সাদাকা) সংগ্রহ ও বণ্টনে শতভাগ সততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

৪. সমাজ ও মানবকল্যাণ

- **পুনর্বাসন ও মানবিক সহায়তা:** এতিম, বিধবা ও দুস্থ পরিবারসমূহের পুনর্বাসনে স্থায়ী প্রকল্প গ্রহণ।
- **জরুরি ত্রাণ ও স্বাস্থ্যসেবা:** প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরি ত্রাণ বিতরণ এবং বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প পরিচালনা।
- **পারিবারিক ও আইনি সহায়তা**: পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষায় কাউন্সেলিং সেবা এবং দুস্থদের সাকালাইনের আলোকে আইনি সহায়তা প্রদান।

৫. মিডিয়া ও দাওয়াহ

- **প্রামাণ্য কনটেন্ট:** আধুনিক অডিও-ভিজ্যুয়াল মিডিয়ার মাধ্যমে ইতিহাস ও দ্বীনি শিক্ষার বিশুদ্ধ উপস্থাপনা।
- **গবেষণাপত্র ও সাময়িকী:** নিয়মিত বিরতিতে মানসম্মত গবেষণা সাময়িকী ও পত্রিকা প্রকাশ।
- **ডিজিটাল হেল্পলাইন:** সাধারণ মানুষের দ্বীনি সংশয় ও প্রশ্নের উত্তর দিতে বিশেষজ্ঞ প্যানেল পরিচালিত হেল্পলাইন।

৬. প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ও নেতৃত্ব

- **যুব নেতৃত্ব:** নতুন প্রজন্মের প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব বিকাশে প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- **আঞ্চলিক বিকাশ:** মূলনীতি অক্ষুণ্ন রেখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাংগঠনিক শাখা সম্প্রসারণ।
- **আন্তর্জাতিক প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক:** নিজস্ব স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে আন্তর্জাতিক দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের সাথে কেবল জ্ঞানভিত্তিক যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা।

maqtabethaqalayn.com

আমাদের মূলনীতি

- অবিচল আকিদা: তাওহীদ, নবুওয়াত, ইমামত এবং ইমাম মাহদী (আ.জ.)-এর হুকুমতের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য।
- বিশুদ্ধতা: ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত ও বিদআত থেকে মুক্ত থেকে কেবল প্রামাণ্য সনদের অনুশীলন।
- ইলম ও আমল: তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জীবনে ইসলামি চরিত্র ও আখলাকের প্রতিফলন।
- স্বনির্ভরতা: স্থানীয় সক্ষমতা ও অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন।
- সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: প্রাতিষ্ঠানিক সকল পরিচালনা ও অর্থ ব্যবস্থাপনায় আমানতদারি রক্ষা।

মাকতাবে সাকালাইন মিশন ১৪৫০ — জ্ঞান, সত্য ও ইনসাফের আলোকে এক আলোর পথচলা। তাই আপনিও মাক্তাব এ সাকালাইনের এই মহান মিশনে যুক্ত হতে পারেন।

CONTACT NOW

01924892101

maqtabethaqalayn.com

بسم الله الرحمن الرحيم

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

READ NOW

maqtabethaqalayn.com

আমাদের সুন্নি ও সালাফি ভাইদের মধ্যে একটি বহুল প্রচলিত দাবি হলো—খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব -এর সাথে আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (আ.)-এর তনয়া হযরত উম্মে কুলসুম (আ.)-এর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল কেবল পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও গভীর বন্ধুত্বের খাতিরে। তবে ঐতিহাসিক ও শিয়া রেওয়ায়েতের গভীর বিশ্লেষণে এই দাবির কোনো ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রতিপক্ষ গোষ্ঠী অনেক সময় তাদের দাবির সপক্ষে শিয়াদের অন্যতম প্রধান হাদিস গ্রন্থ **'আল-কাফী' (৫ম খণ্ড)-এর কিছু বর্ণনাকে প্রমান হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন।** অথচ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উক্ত বর্ণনা দ্বারা কোনোভাবেই স্বতঃস্ফূর্ত বৈবাহিক সম্পর্ক প্রমাণিত হয় না। বরং রেওয়ায়েতগুলোতে খলিফা উমরের যে সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপের চিত্র ফুটে উঠেছে, তা কোনো স্বাভাবিক বন্ধুত্বের নিদর্শন হতে পারে না।

উক্ত বর্ণনাগুলোতে উল্লেখ রয়েছে যে, খলিফা উমর এই বিবাহের প্রস্তাবে রাজি করাতে এমন কিছু হুমকি বা চাপের সৃষ্টি করেছিলেন, যা ইসলামী মূল্যবোধ ও ইনসাফের পরিপন্থী। রেওয়ায়েত অনুযায়ী, প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হলে তিনি ইসলামী নিদর্শন (যেমন: জমজম কূপ সংলগ্ন ঐতিহ্য) ধ্বংস করা, বনু হাশিমের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা এবং এমনকি চুরির মিথ্যা অপবাদ তৈরি করে জাল সাক্ষী দাঁড় করানোর মাধ্যমে আমিরুল

maqtabethaqalayn.com

মু’মিনীন হযরত আলী (আ.)-এর ওপর আইনি দণ্ড আরোপের মতো চরম পদক্ষেপের হুমকি দেন।

সুতরাং, স্পষ্টতই এটি কোনো পারস্পরিক প্রীতি বা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল না। তাই সুন্নি ও সালাফি ভাইদের তোলা দাবিকে খণ্ডন করতে এবং প্রকৃত সত্য উন্মোচন করতে শিয়া নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থসমূহ থেকে হযরত উম্মে কুলসুম (আ.)-এর বিবাহের পেছনের প্রকৃত রহস্য ও প্রেক্ষাপট বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ فَرْجٌ غُصِبْنَاهُ

আলী ইবনে ইব্রাহিম তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইবনে আবূ উমাইর থেকে, তিনি হিশাম ইবনে সালিম ও হাম্মাদ থেকে, তারা জুরারাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, জুরারাহ বলেছেন: **ইমাম জাফর সাদিক (আ.) উম্মে কুলসুমের বিয়ে সম্পর্কে বলেছেন: "এটি একটি জোরপূর্বক (চেষ্টা করা) বিয়ে ছিল।**

সুত্রঃ আল-কাফী (আল-ইসলামিয়্যা প্রকাশনী / সংস্করণ), খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৪৬, "উম্মে কুলসুমের বিবাহ বিষয়ক অনুচ্ছেদ,হাদিস ১।

إِنَّهَا صَبِيَّةٌ قَالَ فَلَقِيَ الْعَبَّاسَ فَقَالَ لَهُ مَا لِي أَ بِي بَأْسٌ» قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ أَخِيكَ فَرَدَّنِي أَمَا وَ اللَّهِ لَأُعَوِّرَنَّ زَمْزَمَ وَ لَا أَدَعُ لَكُمْ مَكْرُمَةً إِلَّا هَدَمْتُهَا وَ لَأُقِيمَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهُ سَرَقَ وَ لَأَقْطَعَنَّ يَمِينَهُ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ»

মুহাম্মদ ইবনে আবূ উমাইর হিশাম ইবনে সালিম থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেছেন:

ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-বলেছেন: যখন সে (উমর) উম্মে কুলসুম (আ.)-এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব দিল, তখন আমীরুল মু'মিনীন (আ.) বললেন, "সে তো এখনও শিশু।" ইমাম (আ.) বলেন, এরপর সে (উমর) হযরত আব্বাসের সাথে দেখা করে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "আমার কী হয়েছে? আমার মধ্যে কি কোনো সমস্যা আছে?" হযরত আব্বাস জিজ্ঞেস করলেন, "ঘটনা কী?" সে (উমর) উত্তর দিল, "আমি আপনার ভাতিজার কাছে তাঁর কন্যার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। আল্লাহর কসম! আমি জমজম কূপ বন্ধ করে দেব, আপনাদের কোনো সম্মান-মর্যাদা অবশিষ্ট রাখব না যা ধ্বংস করব না, এবং আমি দুজন সাক্ষী দাঁড় করিয়ে প্রমাণ করব যে তিনি (আলী আ.) চুরি করেছেন এবং তাঁর ডান হাত কেটে দেব।"

maqtabethaqalayn.com

তখন হযরত আব্বাস তাঁর (আলী আ.-এর) কাছে আসলেন, ঘটনা সম্পর্কে জানালেন এবং এই বিষয়টির দায়িত্ব তাঁর (হযরত আব্বাসের) ওপর ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করলেন, যেন তিনি (আলী আ.) বিষয়টি আল-আব্বাসের ওপর ন্যস্ত করেন (যাতে উমরকে শান্ত করা যায়)।

সুত্রঃ আল-কাফী (আল-ইসলামিয়্যা প্রকাশনী / সংস্করণ), খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৪৬, "উম্মে কুলসুমের বিবাহ বিষয়ক অনুচ্ছেদ,হাদিস ২।

প্রথম হাদিসটিতে ইমাম জাফর আস-সাদিক (আ.) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এই ঘটনাকে একটি "জোরপূর্বক বা ছিনিয়ে নেওয়া বিবাহ" (‘ইন্না জালিকা ফারজুন গুসিবনাহু’) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
আরবি ভাষায় **‘গাসব’ (غصب) শব্দের অর্থ হলো কোনো ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরজবরদস্তি করে তার কোনো বস্তু বা অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া। ইমাম (আ.) এই শব্দটি ব্যবহার করে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই বৈবাহিক সম্পর্ক কোনো প্রকার ভালোবাসা, প্রীতি বা সৌহার্দ্যের বহিঃপ্রকাশ ছিল না।**

maqtabethaqalayn.com

শিয়া উলামা ও হাদিস বিশারদদের মতে, আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.) স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বিবাহে সম্মতি দেননি; বরং চরম রাজনৈতিক চাপ ও উদ্ভূত প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে আহলে বাইত এবং সাধারণ মুসলিমদের রক্তপাত ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করতেই এমন এক কঠিন সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি এই ঘটনার পেছনের ভয়াবহ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও চাপকে পুরোপুরি উন্মোচিত করে দিয়েছে।
যখন উমর হযরত উম্মে কুলসুম (আ.)-কে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তখন আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.) সরাসরি তা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বলেন—"সে তো এখনও শিশুকন্যা।" অর্থাৎ, আলী (আ.) শুরুতেই এই প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করেছিলেন।

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হওয়ার পর উমর হযরত আব্বাস (রা.)-এর কাছে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে এমন কিছু হুমকি দেয়, যা ক্ষমতার চরম অপব্যবহারের নামান্তর।
সে বলেছিল:
ইসলামী নিদর্শন ধ্বংসের হুমকি: নবুওয়াতের পবিত্র স্থান জমজম কূপের কার্যকারিতা বন্ধ করে দেওয়া এবং বনু হাশিমের সমস্ত সম্মান-মর্যাদা বিলুপ্ত করা।

maqtabethaqalayn.com

মিথ্যা অপবাদ ও অঙ্গচ্ছেদের হুমকি: হযরত আলী (আ.)-এর বিরুদ্ধে চুরির মিথ্যা অভিযোগ এনে দুজন সাজানো ও মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করানো এবং আইনি দণ্ড কার্যকর করার বাহানায় তাঁর ডান হাত কেটে ফেলার হুমকি।

উমরের এসব তীব্র ও অপপ্রচারের হুমকি শোনার পর হযরত আব্বাস (রা.) বিষয়টির গুরুত্ব ও বনু হাশিমের ওপর সম্ভাব্য বিপদের কথা চিন্তা করে চিন্তিত হন এবং আলী (আ.)-এর নিকট এসে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ও বিষয়টি তাঁর ওপর ন্যস্ত করার অনুরোধ জানান, যাতে যেকোনো উপায়ে চরম বিপর্যয় এড়ানো যায়।

অতএব, ‘আল-কাফী’ গ্রন্থের এই রেওয়ায়েত দুটিকে কোনোভাবেই সুন্নি বা সালাফি ভাইদের দাবিকৃত "গভীর বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যের" দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। বরং হাদিস দুটি প্রমাণ করে যে, এটি একটি রাজনৈতিক প্রচ্ছন্ন হুমকি ও বাহ্যিক চাপের মুখে গৃহীত কৌশলগত অবস্থান ছিল। প্রতিপক্ষরা কেবল বইয়ের নাম উল্লেখ করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়, কিন্তু বর্ণনার ভেতরের মূল বক্তব্য ও সত্যকে এড়িয়ে যায়।

maqtabethaqalayn.com

'আল-তারায়েফ' গ্রন্থে – আহমদ বিন হাম্বল তাঁর (গ্রন্থ) 'মুসনাদ'-এ, আল-মুস্তাজিল পর্যন্ত নিজ বর্ণনাধারায় উল্লেখ করেছেন, যিনি বলেছেন:

ملاحظة: ليس هناك أي دليل هنا على أن هذا الزواج قد حدث بالفعل.

الطرائف: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْمُسْتَظِلِ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ إِلَى عَلِيٍّ ع أُمَّ كُلْثُومٍ فَاعْتَلَّ بِصِغَرِهَا فَقَالَ لَهُ لَمْ أَكُنْ أُرِيدُ الْبَاهَ وَ لَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ كُلُّ حَسَبٍ وَ نَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا خَلَا حَسَبِي وَ نَسَبِي وَ كُلُّ قَوْمٍ فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لِأَبِيهِمْ مَا خَلَا وُلْدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَ عَصَبَتُهُمْ.

‘উমর বিন খাত্তাব, আলী (আ.)-এর কাছে উম্মে কুলসুম (আ.)-এর জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেন। তাই তিনি (আলী আ.) কন্যা ছোট হওয়ার অজুহাত দেন। উমর তাকে আলী (আ.)-কে বললেন: ‘আমি শারীরিক সম্পর্কের উদ্দেশ্যে এই বিবাহ চাইনি; বরং আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি—"কেয়ামতের দিন আমার নসব (বংশধারা) ও হাসাব (মর্যাদাশীল সম্পর্ক) ব্যতীত সমস্ত নসব ও হাসাব ছিন্ন হয়ে যাবে। এবং প্রতিটি সম্প্রদায়ের মেলবন্ধন বা পিতৃসূত্র তাদের পিতার সাথে যুক্ত, ফাতেমা (আ.)-এর সন্তানদের ব্যতীত; কারণ নিশ্চয়ই আমি-ই তাদের পিতা এবং তাদের পিতৃসূত্রের বন্ধন।

সুত্রঃ বিহারুল আনওয়ার – খণ্ড ৪০, ইতিহাসের অধ্যায়, অধ্যায় ১২০, হাদিস ২৯

maqtabethaqalayn.com

عَنِ الْكُدَيْمِيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ شَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمُسْتَطِيلِ بْنِ حُصَيْنٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ فَاعْتَلَّ بِصِغَرِهَا وَ قَالَ إِنِّي أَعْدَدْتُهَا لِابْنِ أَخِي جَعْفَرٍ وَ مَكَانَ كُلِّ قَوْمٍ كُلُّ بَنِي أُنْثَى.

আল-কারাজাকী রচিত 'কানয' গ্রন্থে বর্ণিত; বিচারক আল-সুল্লামী আসাদ বিন ইব্রাহিম থেকে, তিনি উমর বিন আলী আল-আতাক্কী থেকে, তিনি মুহাম্মদ বিন ইসহাক থেকে, তিনি আল-কুদাইমী থেকে, তিনি বিশর বিন মিহরান থেকে, তিনি শারীক বিন শাবীব থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে, তিনি আল-মুসতাতীল বিন হুসাইন থেকে বর্ণনা করেন:

‘অনুরূপ একটি বর্ণনা, তবে এতে রয়েছে—"তিনি (আলী আ.) কন্যা ছোট হওয়ার অজুহাত দেন এবং বলেন: **'আমি তাকে আমার ভাই জাফর (আ.)-এর ছেলের জন্য নির্বাচন করে রেখেছি।' এবং 'প্রতিটি সম্প্রদায়'-এর জায়গায় বলা হয়েছে 'যেকোনো নারীর সমস্ত সন্তান'।"’**

সুত্রঃ বিহারুল আনওয়ার – খণ্ড ৪০, ইতিহাসের কিতাব – আমীরুল মু'মিনীন (আ.), অধ্যায় ১২০, হাদিস ২৯ (অংশ 'খ')

maqtabethaqalayn.com

উম্মুল মু’মিনীন হযরত হাফসা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রী হওয়ার সূত্রে, রাসুল (সা.)-এর অন্য স্ত্রীর (হযরত খাদিজা আ.) গর্ভজাত কন্যা হযরত ফাতিমা (আ.) সম্পর্কে উমরের সৎকন্যা হন। আর সেই সূত্রে হযরত ফাতিমা (আ.)-এর কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম (আ.) সম্পর্কে সরাসরি উমরের পুতিনি হন।
একজন বিবেকবান মানুষের পক্ষে নিজের পুতিনি সমতুল্য এক শিশুকন্যাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার চিন্তা বা আগ্রহ প্রকাশ করা সামাজিক শিষ্টাচার ও মনস্তাত্ত্বিক স্বাভাবিকতার পুরোপুরি পরিপন্থী।
হাদিসে বর্ণিত উমরের বক্তব্য—"আমি শারীরিক সম্পর্কের উদ্দেশ্যে এই বিবাহ চাইনি; বরং নসব ও হাসাবের সম্পর্ক রক্ষার জন্য চেয়েছি..."—এখানেও বড় প্রশ্ন থেকে যায়:

- **পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক: উমরের** নিজ কন্যা হযরত হাফসা (রা.) মহানবী (সা.)-এর স্ত্রী হওয়ার মাধ্যমেই উমরের সাথে মহানবী (সা.)-এর আত্মীয়তার বন্ধন অর্জিত হয়ে গিয়েছিল।
- **অহেতুক চাপ:** যদি উদ্দেশ্য কেবলই বরকত বা আত্মীয়তা ধরে রাখা হতো, তবে সেই সম্পর্ক তো হাফসা -এর মাধ্যমেই বিদ্যমান ছিল। তা সত্ত্বেও সৎনাতনি সমতুল্য হযরত উম্মে কুলসুম (আ.)-কে বিয়ে করার জন্য আমিরুল মু’মিনীন আলী (আ.)-এর অনিচ্ছা সত্ত্বেও অদম্য আগ্রহ দেখানো ও চাপ সৃষ্টি করা কোনো স্বাভাবিক ধর্মীয় বা পারিবারিক আচরণের সাথে মেলে না।

maqtabethaqalayn.com

يج، الخرائج و الجرائح الصَّفَّارُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ جُذْعَانَ بْنِ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّوَيْهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّبِيبِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَحْتَجُّونَ عَلَيْنَا وَ يَقُولُونَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع زَوَّجَ فُلَاناً ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ وَ قَالَ أَ يَقُولُونَ ذَلِكَ إِنَّ قَوْماً يَزْعُمُونَ ذَلِكَ لَا يَهْتَدُونَ إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كَانَ يَقْدِرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا فَيُنْقِذَهَا كَذَبُوا وَ لَمْ يَكُنْ مَا قَالُوا إِنَّ فُلَاناً خَطَبَ إِلَى عَلِيٍّ ع بِنْتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ فَأَبَى عَلِيٌّ ع- فَقَالَ لِلْعَبَّاسِ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُزَوِّجْنِي لَأَنْتَزِعَنَّ مِنْكَ السِّقَايَةَ وَ زَمْزَمَ فَأَتَى الْعَبَّاسُ عَلِيّاً فَكَلَّمَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ فَأَلَحَّ الْعَبَّاسُ فَلَمَّا رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- مَشَقَّةَ كَلَامِ الرَّجُلِ عَلَى الْعَبَّاسِ وَ أَنَّهُ سَيَفْعَلُ بِالسِّقَايَةِ مَا قَالَ أَرْسَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى جِنِّيَّةٍ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يَهُودِيَّةٍ يُقَالُ لَهَا -سَحِيفَةُ بِنْتُ جُرَيْرِيَةَ- فَأَمَرَهَا فَتَمَثَّلَتْ فِي مِثَالِ أُمِّ كُلْثُومٍ وَ حُجِبَتِ الْأَبْصَارُ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ وَ بَعَثَ بِهَا إِلَى الرَّجُلِ فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى إِنَّهُ اسْتَرَابَ بِهَا يَوْماً فَقَالَ مَا فِي الْأَرْضِ أَهْلُ بَيْتٍ أَسْحَرُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ- ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُظْهِرَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ فَقُتِلَ وَ حَوَتِ الْمِيرَاثَ وَ انْصَرَفَتْ إِلَى نَجْرَانَ وَ أَظْهَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أُمَّ كُلْثُومٍ

maqtabethaqalayn.com

'আল-খারায়েজ ওয়া আল-জারায়েজ' গ্রন্থে – আল-সাফফার, আবু বাসীর থেকে, তিনি জুযআন বিন নাসর থেকে, তিনি মুহাম্মদ বিন মাসআদাহ থেকে, তিনি মুহাম্মদ বিন হাম্মাওয়াইহ বিন ইসমাইল থেকে, তিনি আবু আবদুল্লাহ আল-রাবীবি থেকে, তিনি উমর বিন উযাইনাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেছেন:

‘ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-কে বলা হলো, "লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে বলে যে, আমীরুল মু'মিনীন (আ.) উমরের কাছে তাঁর কন্যা উম্মে কুলসুমকে বিয়ে দিয়েছিলেন!" তিনি তখন হেলান দিয়ে ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন: "তারা কি সত্যিই একথা বলে? যেসব লোক এমন দাবি করে তারা কখনোই সঠিক পথ পেতে পারে না! সুবহানাল্লাহ! আমীরুল মু'মিনীন (আ.) কি উমর ও তাঁর কন্যার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াতে এবং তাঁকে রক্ষা করতে পারতেন না? তারা মিথ্যা বলছে!

তারা যা বলছে তা ঘটেনি। উমর), আলী (আ.)-এর কাছে তাঁর কন্যা উম্মে কুলসুম (আ.)-এর বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু আলী (আ.) তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। উমর হযরত আব্বাসকে বলেছিল: 'আল্লাহর কসম! যদি আপনি আমার সাথে তার বিবাহ না দেন, তবে আমি আপনার কাছ থেকে হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব ও জমজমের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেব (হাজীদের পানি দেওয়া বন্ধ করে দেব)।'

maqtabethaqalayn.com

ফলে হযরত আব্বাস, আলী (আ.)-এর কাছে এসে বিষয়টি নিয়ে কথা বললেন, কিন্তু তিনি তা আবারো প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর হযরত আব্বাস জোরাজুরি করতে লাগলেন।

যখন আমীরুল মু'মিনীন (আ.) হযরত আব্বাসের ওপর উমরের কথার চাপ ও অস্বস্তি দেখলেন এবং বুঝতে পারলেন যে সে পানি পান করানোর ব্যাপারে যা বলেছে তা সত্যিই করবে, তখন আমীরুল মু'মিনীন (আ.) নাজরানের অধিবাসীদের মধ্য থেকে এক ইহুদি নারী জিন নারী—যাকে 'সাহীফাহ বিনতে জুরাইরিয়াহ' বলা হতো—তার কাছে বার্তা পাঠালেন। তিনি তাকে আদেশ করলেন এবং সে উম্মে কুলসুম (আ.)-এর রূপ ধারণ করল। আর উম্মে কুলসুম (আ.)-কে মানুষের দৃষ্টির আড়াল করে দেওয়া হলো। অতঃপর তিনি সেই জিন নারীকে উমরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

সে (জিন নারী) তার কাছেই ছিল, অবশেষে একদিন উমর তাকে নিয়ে সন্দেহে পড়ে গেল। সে বলল, 'বনু হাশিম পরিবারের চেয়ে বড় জাদুকর জমিনে আর কেউ নেই।' তারপর সে বিষয়টি মানুষের সামনে প্রকাশ করতে চেয়েছিল, কিন্তু সে নিহত হলো। এরপর জিন নারীটি মিরাস নিয়ে নাজরানে ফিরে গেল, আর আমীরুল মু'মিনীন (আ.) উম্মে কুলসুম (আ.)-কে (পুনরায় সবার সামনে) প্রকাশ করলেন।’

maqtabethaqalayn.com

সুত্রঃ বিহারুল আনওয়ার – খণ্ড ৪০, ইতিহাসের কিতাব – আমীরুল মু'মিনীন (আ.), অধ্যায় ১২০, হাদিস ১৬।

রেওয়ায়েতের সূচনায় দেখা যায়, যখন এক ব্যক্তি ইমাম জাফর আস-সাদিক (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, বিরোধী পক্ষ এই বিবাহকে স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক সম্পর্ক হিসেবে প্রচার করে—তখন ইমাম হেলান দেওয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে পড়েন।

- **প্রতিক্রিয়া ও দৃষ্টিভঙ্গি:** ইমামের এই শারীরিক অঙ্গভঙ্গি ও "তারা মিথ্যা বলছে, সঠিক পথ পেতে পারে না"—এই মন্তব্যটি প্রমাণ করে যে, আহলে বাইতের ইমামগণ এই বৈবাহিক সম্পর্কের সরলীকরণ বা স্বাভাবিকীকরণকে কতটা তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।
- **ক্ষমতা ও সুরক্ষার যুক্তি:** ইমাম প্রশ্ন তোলেন—আমিরুল মু’মিনীন আলী (আ.)-এর মতো বীর ও সত্যের প্রতীক কি নিজের সন্তানকে রক্ষা করতে অক্ষম ছিলেন? অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃত বা সানন্দে কোনো বিবাহ যে ঘটেনি, ইমাম প্রথম বাক্যেই তা স্পষ্ট করেন।

maqtabethaqalayn.com

পূর্ববর্তী বিভিন্ন সনাতন রেওয়ায়েতের ন্যায় এই বর্ণনায়ও খলিফা উমরের তরফ থেকে আসা চরম রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপের কথা উঠে এসেছে:

- বাইতুল্লাহর খিদমত ও জমজম ছিনিয়ে নেওয়ার হুমকি: হযরত আব্বাস (রা.)-কে সরাসরি হুমকি দেওয়া হয়েছিল যে, বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে বনু হাশিমের ঐতিহাসিক মর্যাদা এবং হাজীদের পানি পান করানোর (সাক্বায়াহ) মতো পবিত্র ধর্মীয় দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হবে।
- **আব্বাস (রা.)-এর ভূমিকা:** আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.) বারবার প্রত্যাখ্যান করলেও হযরত আব্বাস (রা.) জনস্বার্থে ও সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়াতে আলী (আ.)-এর ওপর জোরাজুরি করেন।

এই হাদিসটির সবচেয়ে স্বতন্ত্র দিক হলো—এখানে অলৌকিক বা গায়েবী ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান পাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

- বর্ণনানুসারে, বনু হাশিমের সম্মান রক্ষা, উমরের হুমকি এড়ানো এবং একই সাথে নিজের প্রকৃত কন্যাকে রক্ষা করার জন্য আমিরুল মু'মিনীন (আ.) অলৌকিক উপায়ে নাজরানের এক জিন নারীকে হযরত উম্মে কুলসুম (আ.)-এর অবয়বে রূপান্তরিত করে পাঠান এবং প্রকৃত কন্যাকে আড়ালে রাখেন।

- রেওয়ায়েত অনুসারে, উমর পরবর্তীতে বিষয়টিতে অলৌকিকতা গন্ধ পেয়ে সন্দিহান হন এবং নিহত হওয়ার পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার আগেই ঘটনাটি শেষ হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সুন্নি বা সালাফি চিন্তাবিদগণ যেভাবে দাবি করার চেষ্টা করেন যে—হযরত উম্মে কুলসুম (আ.)-এর সাথে খলিফা উমরের এই বিবাহ ছিল গভীর দ্বিপাক্ষিক প্রীতি, পারিবারিক হৃদ্যতা ও স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্কের চূড়ান্ত প্রতীক—উক্ত রেওয়ায়েতটি সেই ভিত্তিকে পুরোপুরি গুঁড়িয়ে দেয়।

ঘটনাটি ইতিহাসের স্বাভাবিক বিবরণ হিসেবে নেওয়া হোক কিংবা অলৌকিক কারামত নির্ভর রেওয়ায়েত হিসেবে দেখা হোক—উভয় ক্ষেত্রেই মূল বিষয়টি অপরিবর্তিত থাকে: আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.) বা আহলে বাইতের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি বা সম্মতিসূচক ভালোবাসা ছিল না। এটি ছিল চরম হুমকি, বাহ্যিক চাপ এবং উম্মতের সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত একটি জটিল ইতিহাস, যা কোনোভাবেই পারস্পরিক অকৃত্রিম বন্ধুত্বের দলিল হতে পারে না।

THE END

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
القرآن الكريم
AL-QUR'AN
Maqtab Thaqalayn
Established in 2020
মাক্তাবে সাকালাইন
কুরআন ও আহলে বাইত —
নাজাতের দুই আলোকস্তম্ভ।
أهل البيت
AHLUL BAYT
ইলম • ইহসান • ইত্তেহাদ | কুরআন ও আহলে বাইতের প্রেমে গড়ি আলোকিত জীবন

COPYRIGHT
COPYRIGHT
COPYRIGHT

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
القرآن الكريم
AL-QUR'AN
Maqtab Thaqalayn
Established in 2020
মাক্তাবে সাকালাইন
কুরআন ও আহলে বাইত —
নাজাতের দুই আলোকস্তম্ভ।
أهل البيت
AHLUL BAYT
ইলম • ইহসান • ইত্তেহাদ | কুরআন ও আহলে বাইতের প্রেমে গড়ি আলোকিত জীবন